গভীর রাতে ছাত্রলীগ নেতাকে হল থেকে বের করে দিলেন আরেক নেতা

জাবি প্রতিনিধি
১৩ জুন ২০২৩ ০১:১৩ পিএম | আপডেট: ১৩ জুন ২০২৩ ০১:১৩ পিএম

405
Shares

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আল বেরুনী হল

advertisement..

গভীর রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আল বেরুনী হল থেকে ইমরান আহমেদ নামে এক ছাত্রলীগ নেতাকে বের করে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী ইমরান দর্শন বিভাগের ৪৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আল বেরুনী হলে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত এনামুল হক এনাম শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি।

advertisement

ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ইমরান আল বেরুনী হলের এ ব্লকের দ্বিতীয় তলার ২০৭ নং কক্ষে থাকতেন। সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে এনামের সঙ্গে তাদের মতানৈক্য দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে ইমরানকে পলিটিকাল ব্লক ছেড়ে যেতে বলেন এনাম। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটায় এনামের নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন উপস্থিত হয়ে রুম ছেড়ে দিতে বলে। ইমরান তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চাইলে তাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রুম ছেড়ে দিতে বলা হয়। এ সময় সঙ্গে থাকা অনুসারীদের কক্ষ থেকে জিনিসপত্র বের করতে নির্দেশ দেয়। পরে টেবিল, ওয়্যারড্রোব বের করে কক্ষটি তালাবদ্ধ করে দেয় তার অনুসারীরা।

ভুক্তভোগী ইমরান আহমেদ বলেন, ‘মার্চ মাসে এনামের নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহী গ্রুপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস অবরোধ করে। আমি সেখানে তাদের গ্রুপে যোগ না দেওয়ায় আমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই তারা ব্লক ছেড়ে দিতে বলছিলো। গতকাল দুপুরেও আসিফ আবির, খায়রুল এনাম নাহিদ আমাকে রুম ছাড়তে বলে এবং না ছাড়লে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে না বলে হুমকি দেয়।

আরও পড়ুন:দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ল

তারপর নওশাদ, রকি, রেজা সন্ধ্যা ৭ টায় আমাকে একই কথা বলে চলে যায়। তারপর রাত একটার দিকে এসে বলে আমি স্বেচ্ছায় রুম না ছাড়লে তারা আমাকে রুম ছাড়তে বাধ্য করবে। তারপর রাত প্রায় তিনটার দিকে আমার রুমে এসে দরজায় আঘাত করে। তখন আমি কখন রুম ছাড়বো সেটা জানতে চায়। আমি সময় চাইলে তারা পাঁচ মিনিটের সময় দিয়ে বলে এই রুম আমাদের। তোমার কারণে আমাদের প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে। তুমি এখানে থাকতে পারবা না।

এ সময় তারা আমার জিনিসপত্র বের করতে জুনিয়রদের আদেশ দেয়। আমি বাধা দিলে আমাকেও টেনে হিঁচড়ে বেডসহ বের করে দেয়। আমি নিজে বলেছি আমি হলে থাকলে পলিটিকাল ব্লকেই থাকব।আমি নিজের ও আমার অনুসারীদের নিরাপত্তা শংকায় ভুগছি।’

এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী দর্শন বিভাগের ৪৪ ব্যাচের আলামিন শাহ বলেন, ‘আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর রাতে শব্দ শুনে উঠে দেখি এনাম ভাই ২০-২৫ জন নিয়ে রুম ইমরানকে রুম ছেড়ে যেতে বলছে। ইমরান সময় চেয়ে বলে কালকে সকালে বসি। এনাম ভাই কোন কথাই শুনলো না। বললো

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিসিশান জানাও। আমরা সবাই মিলে রিকোয়েস্ট করি যা করার কালকে করি। কিন্তু উনি কোনো কথাই শুনলো না। জুনিয়রদের বললো জিনিসপত্র বের করে দিতে।'

এ ঘটনায় ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি এনামুল হক এনাম বলেন, কিছুদিন ধরেই তার সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য তৈরি হয়। ব্লকের সবাই একদিকে, সে একদিকে। জুনিয়ররাও তাকে চায় না। এজন্য তাকে বলেছি তুমি আপাতত এখান থেকে ডি ব্লকে গিয়ে উঠো। পরে গতকাল রাতে সে নিজেই জিনিসপত্র বের করে নিচে নামিয়েছে। এখন আমাকে হ্যারাস করার জন্য সবাইকে বলছে আমি নাকি তাকে বের করেছি।

শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল বলেন, ক্যাম্পাসে যারাই রাজনীতি করে, সবাই ছাত্রলীগের আদর্শের রাজনীতি করে। এখানে ব্যক্তিগত প্রভাব বা ব্যক্তিগত আদর্শ বলে কিছু নাই। ব্যক্তির রাজনীতি না করলে সে হলে থাকতে পারবে না এমনটা তো হতে পারে না। আমরা বিষয়টা দেখছি।

405
Shares